প্রথম আলো

12/5/2009
তারিখ .....
পৃষ্ঠা ... 12 MAY 2009

সম্পাদকীয়

প্রথম আলো

মঙ্গলবার, ১২ মে ২০০৯

editorial@prothom-alo.info

১০
প্রচেষ্টার
১০
বছর

ধ্বংসের পথে চিকিৎসা-শিক্ষা

দলীয় রাজনীতির রাহুমুক্ত করার বিকল্প নেই

রাজনীতি, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি—এই তিনে মিলে দেশের চিকিৎসা-শিক্ষাকে রীতিমতো ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বদলি, পদোন্নতিসহ অনেক বিষয়েই এখানে কোনো স্বচ্ছতা নেই, যোগ্যতার কোনো মূল্য নেই। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সমর্থক চিকিৎসকদের সংগঠন যেভাবে চায়, সেভাবেই এখানে সবকিছু হয়ে থাকে।

গত শনিবার ডক্টরস ফর হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের পঞ্চম জাতীয় সম্মেলনে দেশের শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসকদের আলোচনায় এমন ইঙ্গিতই পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স অ্যান্ড সার্জনের (বিসিপিএস) সভাপতি নাজমুন নাহার যথার্থই বলেছেন, 'চিকিৎসকদের কাছে রোগীর সেবাই বড় আদর্শ। কিন্তু দলীয় আনুগত্যের কারণে অনেকেই সঠিকভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালন করছেন না।' শুধু তা-ই নয়, দলীয় আনুগত্যের বাইরে থাকা চিকিৎসকেরা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের মেধা ও যোগ্যতা কাজে লাগাতে পারছেন না। আর এর ফল কী হচ্ছে? যোগ্যতাহীন কিংবা অপেক্ষাকৃত কম মেধাসম্পন্ন লোকজন কেবল দলীয় আনুগত্যের কারণে শিক্ষক হয়ে আসছেন। তাঁরা শিক্ষার্থীদের না পারেন সঠিক নির্দেশনা দিতে, না পারেন দ্রুত পরিবর্তনশীল আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে। ফলে স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে আসছেন এমন অনেক শিক্ষার্থী জনগণকে চিকিৎসাসেবা দেওয়ার মতো মানসম্পন্ন হয়ে উঠছেন না। এ প্রসঙ্গে বারডেমের পরিচালক (পরীক্ষাগার সেবা) শুভাগত চৌধুরী বলেন, 'পদোন্নতির রাজনীতির কারণে শিক্ষার্থীরা "শিক্ষক" পেয়েছেন, "গুরু" পাননি। এই শিক্ষকেরা ভালো নম্বর দিচ্ছেন, কিন্তু ভালো নম্বর পেয়ে ভালো চিকিৎসক হচ্ছেন না।'

বিগত জোট সরকারের সময় আমরা ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) দৌরাত্ম্য দেখেছি। দেখেছি ড্যাব নেতাদের অসীম ক্ষমতা। ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালগুলোতে একচেটিয়াভাবে তাদের অনুগত ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে 'প্রফেসর' বানানো হয়েছে। মহাজোট ক্ষমতায় আসার পর জাঁকিয়ে বসেছে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ)। এবার তাদের অনুগত ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। সাধারণভাবে তিন বছর পর বদলির নিয়ম থাকলেও অনেকেই বছরের পর বছর ঢাকা থেকে নড়ছেন না। আবার দলীয় আনুগত্য না থাকায় মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন বহু চিকিৎসককে একটানা ১৫-২০ বছর ধরে পড়ে থাকতে হচ্ছে মফস্বলে। ফলে অনেকেই সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ বা ক্লিনিকে যোগ দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এ অবস্থা চলতে থাকলে দেশের চিকিৎসা-শিক্ষাব্যবস্থা মেধাশূন্য হয়ে কেবলই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে। আমরা কি সে জন্য অপেক্ষায় থাকব, নাকি দেশের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের স্বার্থে এই অবস্থা বদলানোর চেষ্টা করব?

আশা করি, দিনবদলের স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় আসা সরকার বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখবে।